শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিত মশাই

সম্পাদনা

ড. সুবিকাশ জানা

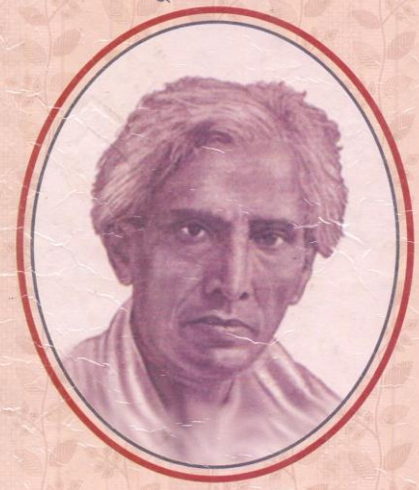

শিলালিপি

৫১, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০০৯

ফোনঃ ২২৪১৮৮৭৬

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিত মশাই

সম্পাদনা

ড. সুবিকাশ জানা

শিলালিপি

৫১, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০০৯

ফোনঃ ২২৪১৮৮৭৬

81-89646-00-1

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিতমশাই

সম্পাদনায়
ড. সুবিকাশ জানা
অধ্যক্ষ : দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়, দুরমুঠ, কাঁথি
পূর্ব মেদিনীপুর

শি লা লি পি
পাবলিশার্স অব্ ডিস্‌টিংশন
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কোলকাতা—৭০০ ০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রী অরুণকান্তি ঘোষ
শিলালিপি
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
জুলাই, ২০১৬

প্রচ্ছদ :
বিশ্বনাথ সাহা

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র। (₹ 140·00)

লেজার টাইপ সেটিং
ঝর্ণা প্রিন্টার্স
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN 81-89646-00-1

মুদ্রণ

লেখকের নিবেদন

মানুষ আসে মানুষ চলে যায় অনন্তলোকে। একবার এলে একবারই চলে যেতে হয়। আর একবার চলে গেলেই আর কোনো কালে তার পদচিহ্ন পৃথিবীর মাটিতে পড়ে না। এই নিষ্ঠুর সত্যকে কেউ উপেক্ষা করতে পারিনা। তবু মনে হয় সকল মানুষের মাঝে কেউ কেউ দৈহিক ভাবে চলে গেলেও তাঁর উপস্থিতি কাল থেকে কালান্তরে জীবিত মানুষ উপলব্ধি করে। তাঁদের কীর্তি মানুষ কখনো বিস্মৃত হন না। এমনই এক মানুষ হলেন দরদী কথাশিল্পী, সর্বসাধারণের মনের কথক, সকল জীবনের আরশি প্রস্তুতকারক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। কোনো অহমিকা নেই, কোনো আড়ম্বর নেই, নেই কোনো কৃত্রিমতা তাঁর সৃষ্টিতে। তাই তো প্রতিটি পাঠকের হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে শরৎচন্দ্রের নিমিত্ত সিংহাসন পাতা। এ সিংহাসন ধ্বংস হবার নয়। কত কথাসাহিত্যিক আসবেন, আনন্দ দেবেন, অশ্রু ঝরাবেন আরো অনেক কিছু করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি তাতেও অম্লান থাকবেন। তাঁর বক্তব্য যে মাথার উপর দিয়ে চলে যায় না। আবার মনের গভীরে অতল তলে হারিয়ে যায় না। তাঁর প্রতিভার সূর্যালোকে নাই বা ভিজে ধান বা সেদ্ধ ধান শুকালো, তাঁর প্রতিভার চন্দ্রালোকের শান্ত স্নিগ্ধ শীতল আলোতে যে হৃদয় নন্দিত হয়। বাংলা কথা সাহিত্যে আর কেই বা পেরেছেন তাঁর মতো হৃদয় হরণ করতে, হৃদয় জয় করতে? আসলে হৃদয় জয় করবার জাদু সবার থাকে না। আর থাকে না বলেই তাঁদের সাহিত্য হয়ে যায় গোষ্ঠী সাহিত্য, আর শরৎ সাহিত্য হয়ে ওঠে সর্বসাধারণের সাহিত্য। শরৎচন্দ্র আবির্ভূত হবেন কিনা আবার তা সময় বলবে, তবু বলা চলে দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র সৃষ্টি হবে না। কোনো কালে দু'জন এক হতে পারেনা। হয় ছোট হবেন, নয়তো বড় হবেন, সমান হবেন না।

জীবনের বহু অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে তিনি একে একে রচনা করেছেন বহু গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ। যেগুলোর সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। প্রতিটি রচনাই স্বতন্ত্র বৈচিত্র যুক্ত। শরৎসাহিত্য ভালো লাগেনা, বুঝতে পারা যায় না এমন অভিযোগ শোনা যায় না, এটিই তাঁর প্রতিভার অন্যতম চরম পুরষ্কার। রবীন্দ্রনাথকে যথাযথ অনুসরণ করেননি বা করতে পারেননি বলেই আমরা স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী শরৎচন্দ্রকে পেলাম। এটাই আমাদের সকলের গর্ব।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের পাঠক্রমে 'দেবদাস' উপন্যাসের পরিবর্তে 'পণ্ডিতমশাই' দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এর উপর বিস্তৃত আলোচনা এখনো পর্যন্ত হয়নি। এটিই আমার প্রথম বৃহৎ প্রয়াস। ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। সহৃদয় পাঠক সাহায্য করলে আগামী দিনে সংশোধন করার চেষ্টা করব।

গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে শিলালিপির কর্ণধার ও প্রকাশক শ্রী অরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়ের অবদান স্মরণযোগ্য। অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রেমবাজার
শিবরাত্রি, ৪ঠা ফাল্গুন ১৪২১
(১৭। ০২। ২০১৫)

বিনীত
সুবিকাশ জানা

সূচিপত্র

গ্রন্থপাঠ — ১৩
কাহিনি — ২২
নামকরণ — ২৭
সমাজচিত্র — ৩১
ট্র্যাজেডি — ৩৪
সংস্কার / রীতিনীতি — ৩৮
পত্রের প্রসঙ্গ — ৪০
পাঠশালার চিত্র — ৪৪
অলংকার — ৪৬
পটভূমিকা — ৪৮
পরিণতির শিল্পসার্থকতা — ৫০
নায়ক — ৫৪
নায়িকা — ৫৭
ভাষা — ৬১
গঠনশৈলী — ৬৫
রীতি / স্টাইল — ৭০
চিকিৎসা ব্যবস্থা — ৭৪
গণমুখী চেতনা — ৭৫
প্রেম সম্পর্ক — ৭৭
চণ্ডীমণ্ডপের ভূমিকা — ৭৯
হাস্যরস — ৮১
চরিত্র— ৮২

পুরুষ ঃ—বৃন্দাবন, কেশব, কুঞ্জনাথ, তারিণী মুখুজ্যে, ঘোষাল, চরণ, দুর্গাদাস, ষষ্ঠী, গোবর্দ্ধন, গোপাল (ডাক্তার), বনমালী, গৌরদাস, অধিকারী, গোপাল(গাড়োয়ান), অবিনাশ।

মহিলা ঃ—কুসুম, বৃন্দাবন জননী, কুসুমের শাশুড়ি, কুসুমের জননী, ব্রজেশ্বরীর জননী,/ কুঞ্জনাথের শাশুড়ি, ব্রজেশ্বরী, তারিণীর স্ত্রী, গোপালের মা।

শাশুড়ি গোষ্ঠী — ১২৫
উপন্যাসের ত্রুটি — ১২৭
বিচিত্র বিষয় / টীকা টিপ্পনী — ১৩০
পণ্ডিতমশাই [মূলপাঠ] ১৬৩

চরিত্র

❑ পুরুষ

কুঞ্জনাথ— কুসুমের দাদা
বৃন্দাবন— কুসুমের স্বামী
কেশব— বৃন্দাবনের বন্ধু, অধ্যাপক
তারিণী মুখুজ্যে— বাড়ল গ্রামের মোড়ল
ঘোষাল— বাড়ল গ্রামের শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি
চরণ— বৃন্দাবনের ছেলে
দুর্গাদাস— বৃন্দাবনের ইংরেজির শিক্ষক ও কেশবের মামা
ষষ্ঠী— শিবু গোয়ালার ছেলে
গোবর্ধন— ব্রজেশ্বরীর মামার ছেলে
গোপাল— গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার
গোপাল— গরুর গাড়ির গাড়োয়ান
বনমালী— বৃন্দাবনের জনৈক ছাত্র
গৌর দাস— বৃন্দাবনের বাবা
গোকুল বৈরাগী— ব্রজেশ্বরীর বাবা
অবিনাশ— কলকাতার ডাক্তার

❑ মহিলা

কুসুম— কুঞ্জ বোষ্টমের বোন।
বৃন্দাবন জননী
কুসুমের জননী
ব্রজেশ্বরীর জননী
ব্রজেশ্বরী— কুঞ্জনাথের স্ত্রী, গোকুল বৈরাগীর মেয়ে
তারিণীর স্ত্রী
গোপালের মা

গ্রন্থ পাঠ

পন্ডিতমশাই

০ প্রথম পরিচ্ছেদ ০

কুঞ্জনাথ বোষ্টমের বোন কুসুমের বিয়ে হয়েছিল ৫ বৎসর বয়সে। পিতৃহীন এই কুসুম দেখতে সুন্দরী বলে বাড়ল গ্রামের গৌরদাস অধিকারী তাঁর পুত্র বৃন্দাবনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যে কুসুমের বিধবা মায়ের নামে কুৎসা ওঠে। সেই কারণে গৌরদাস কসুমকে বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে, তাকে পরিত্যাগ করে ছেলের আবার বিয়ে দেন। কুসুমের বিধবা মাও জেদের বসে একজন আসল বৈরাগীর সঙ্গে কুসুমের নাকি কন্ঠিবদল করেছিলেন। এ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। কারণ কুসুম কোনোদিন সেই আসল বাবাজিকে দেখেনি। এবং বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় নি। কন্ঠি বদলের কথা সে কেবল শুনেছে। তবে কন্ঠি বদল যার সঙ্গে হয়েছিল বলে কুসুমের মা রটিয়েছিলেন, সেই আসল বৈরাগীও কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়। তখন কুসুমের বয়স ৭ বছর। সেই থেকে সে জানত সে বিধবা।

আজ কুসুমের বয়স ১৬ বছর। যুবতী। দাদা কুঞ্জনাথের সঙ্গেই থাকে। মাও মারা গেছেন। দাদা ফেরি করে যা রোজগার করে এনে তার হাতে দেয়, তাই দিয়েই কুসুম সংসার চালায়। লেখাপড়া জানা কুসুমকে বড় ঘরেই মানায়। কিন্তু ভাগ্য দোষে আজ তার এই দুরাবস্থা।

এদিকে বৃন্দাবনের বয়স প্রায় ২৫-২৬ বৎসর। একটি পুত্র সন্তান চরণকে রেখে তার দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যায়। সন্তানের ও মায়ের জন্য বৃন্দাবনকে বিয়ে করার কথা বলা হয়। সে ইতিমধ্যে কুসুমকে দেখে তাকেই ঘরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে। সেই মতো কুসুমের দাদা কুঞ্জকে টাকা, ধুতি, সোনা-রূপার লোভ দেখায়। কুঞ্জ বোনকে বোঝাবার চেষ্টা করে আসল বৈরাগী ছিল নকল বর, কিন্তু প্রকৃত বর ছিল বৃন্দাবন। বিধবা সংস্কারটি এমন ভাবে কুসুমের মনে গেঁথেছিল যে সে বৃন্দাবনের ঘরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেনি।

কুসুমের শাশুড়ী ছেলে বৃন্দাবনের অভিপ্রায় জেনে নলডাঙার বুড়ো বাবাজির মতামত জেনেএসেছেন। কুসুম যদি বৃন্দাবনের ঘর করে তবে সবাই খুশী হবেন। কিন্তু কুসুমকে বোঝাতে ব্যর্থ হন কুঞ্জ। ভাই বোনের কথা কাটাকাটি শুরু হল। মীমাংসা হল না। অবস্থাপন্ন হলেও অতীতের কথা স্মরণ করে কুসুম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বৃন্দাবনদের কাছ থেকে। একে বিধবাজনিত সংস্কার তার উপর তার বিনা দোষে পরিত্যাগ। এগুলি তার কাছে অসহ্য। তাই বৃন্দাবনের প্রস্তাবে রাজি নয়। বিধবা মা এমন কান্ড রটিয়ে গেছেন, তা নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে কুসুমের ভালো লাগছে না। কন্ঠিবদল নিয়ে চর্চা হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়, তার উপর বিধবা হয়ে যদি বৃন্দাবনের ঘরে স্ত্রী অধিকার নিয়ে যায় তবে কলঙ্কের আর শেষ থাকবে না। দাদাকে সে এই বিষয়টি বোঝাতেই পারল না। কেবল শুধু শুধু ঝগড়া করে।